প্রথম পর্বঃ
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ

(২০২৩ইং সনের ২৯২নং গঠনবিধি)

আমি এতদ্বারা নির্দেশ করিতেছি যে, আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর,২০২৩খ্রিঃ তারিখ রোজ রবিবার হইতে ১৯শে সেপ্টেম্বর,২০২৩খ্রিঃ তারিখ রোজ মঙ্গলবার পর্যন্ত অতীব জরুরী বিষয় সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নে উল্লেখিত হাইকোর্ট বিভাগের অবকাশকালীন বেঞ্চ সমূহ গঠন করা হইলঃ

১.	**বিচারপতি এস, এম, এমদাদুল হক** **এবং** **বিচারপতি মোঃ বশির উল্লাহ**	একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য মামলার সন ও নাম্বারের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল এবং তৎসংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।
২.	**বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন** **এবং** **বিচারপতি মোঃ আলী রেজা**	একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য মামলার সন ও নাম্বারের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল এবং তৎসংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।
৩.	**বিচারপতি মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী** **এবং** **বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসাইন দোলন**	একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি ব্যাতীত** ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য অতীব জরুরী ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।
৪.	**বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহ** **এবং** **বিচারপতি এ, কে, এম, রবিউল হাসান**	একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং অতীব জরুরী রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন ।
৫.	**বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন** **এবং** **বিচারপতি মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরী**	একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি সহ** ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য অতীব জরুরী ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ; যে সব বিষয় এই

বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

৬. **বিচারপতি মাহমুদুল হক**
এবং
বিচারপতি কে, এম, ইমরুল কায়েশ

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি সহ** ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য অতীব জরুরী ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

৭. **বিচারপতি মোঃ বদরুজ্জামান**
এবং
বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য মামলার সন ও নাম্বারের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল এবং তৎসংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

৮. **বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী**
এবং
বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিন

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি সহ** ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য অতীব জরুরী ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

৯. **বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান**
এবং
বিচারপতি এ, কে, এম, জহিরুল হক

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য অতীব জরুরী দেওয়ানী মোশন; শুনানীর জন্য প্রথম আপীল, প্রথম আপীল (প্রবেট), প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ৬০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের প্রথম বিবিধ আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল ও রিভিশন মোকদ্দমা; হাইকোর্ট রুলস-এর ৯ অধ্যায়ের ৩৪ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য এবং ৬০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল, দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র হইতে উদ্ভুত সকল লয়াজিমা বিষয়; ২০০১ইং সনের ১নং আইনের (শালিশী আইন-২০০১) ৪৮(ক), (খ) এবং (গ) ধারা মোতাবেক আপীল; দেউলিয়া বিষয়ক আপীল; ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ,১৯৯১ইং (অধ্যাদেশ নং-৬, ১৯৯১) এর অধীন আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী আপীলসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

১০. **বিচারপতি মোঃ কামরুল হোসেন মোল্লা**
এবং
বিচারপতি মহি উদ্দিন শামীম

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য মামলার সন ও নাম্বারের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল এবং তৎসংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

১১. **বিচারপতি মোঃ রিয়াজ উদ্দিন খান**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য অতীব জরুরী আদিম অধিক্ষেত্রাধীন বিষয়; সাকসেশন আইন,১৯২৫ অনুযায়ী ইচ্ছাপত্র ও ইচ্ছাপত্র ব্যাতিরেকে মৃত ব্যক্তির বিষয়বস্তুর অধিক্ষেত্র; বিবাহ বিচ্ছেদ আইন,১৮৬৯ অনুযায়ী মোকদ্দমা; প্রাইজ কোর্ট বিষয় সহ এ্যাডমিরেলটি কোর্ট আইন,২০০০ অধিক্ষেত্রাধীন মোকদ্দমা; মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স,১৯৮৩ এর অধীনে আবেদনপত্র; ২০০৯ ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীন আবেদনপত্র; ১৯১৩ ও ১৯৯৪ইং সনের কোম্পানী আইন অনুযায়ী আবেদনপত্র; ব্যাংক কোম্পানী আইন,১৯৯১ইং (১৯৯১ইং সনের ১৪নং আইন) অনুযায়ী আবেদনপত্র; সালিশ আইন ২০০১ (২০০১ইং সনের ১নং আইন) অনুযায়ী আপীল ও আবেদনপত্র; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী রিভিশন; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহন ও শুনানী করিবেন ।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

১২. **বিচারপতি এস, এম, মনিরুজ্জামান**
এবং
বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেন

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য অতীব জরুরী ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, কাস্টমস ও ইনকামট্যাক্স সহ সকল প্রকার রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে আপীল; ১৯১১ইং সনের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইনের ৫১(ক) এবং ২৬(খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) ধারামতে আবেদনপত্র ও আপীল; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন,২০১২ এর ১২৪ ধারা মোতাবেক রিভিশন/আপীল সহ মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১-এর ধারা ৪২(১)(গ) ক্ষমতাবলে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংক্রান্ত রীট; কাস্টমস এ্যাক্ট,১৯৬৯-এর ধারা ১৯৬ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী; **হাইকোর্ট বিভাগ ও উহার অধীনস্থ আদালত সমূহের অবমাননার অভিযোগপত্র** গ্রহণ করিবেন এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন ।

১৩. **বিচারপতি সরদার মোঃ রাশেদ জাহাঙ্গীর**
এবং
বিচারপতি কাজী জিনাত হক

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য অতীব জরুরী ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, কাস্টমস ও ইনকামট্যাক্স সহ সকল প্রকার রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে আপীল; ১৯১১ইং সনের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইনের ৫১(ক) এবং ২৬(খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) ধারামতে আবেদনপত্র ও আপীল; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন,২০১২ এর ১২৪ ধারা মোতাবেক রিভিশন/আপীল সহ মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১-এর ধারা ৪২(১)(গ) ক্ষমতাবলে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংক্রান্ত রীট; কাস্টমস এ্যাক্ট,১৯৬৯-এর ধারা ১৯৬ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী; **হাইকোর্ট বিভাগ ও উহার অধীনস্থ আদালত সমূহের অবমাননার অভিযোগপএ** গ্রহণ করিবেন এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন ।

১৪. **বিচারপতি মোঃ আখতারুজ্জামান**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য অতীব জরুরী ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা এবং **একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা, রায়, আদেশ হইতে উদ্ভূত সকল প্রকারের মোশন ও তদসংক্রান্ত শুনানী;** যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

১৫. **বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথ**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অতীব জরুরী দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

স্বাঃ/-
প্রধান বিচারপতি
বাংলাদেশ
তারিখঃ ২২শে আগস্ট,২০২৩খ্রিঃ।

প্রচারের জন্য ঃ-

১। বিচারপতি এস, এম, এমদাদুল হক।

২। বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন।

৩। বিচারপতি মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী।

৪। বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহ।

৫। বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন।

৬। বিচারপতি মাহমুদুল হক ।

৭। বিচারপতি মোঃ বদরুজ্জামান।

৮। বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ।

৯। বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

১০। বিচারপতি মোঃ কামরুল হোসেন মোল্লা।

১১। বিচারপতি মহি উদ্দিন শামীম।

১২। বিচারপতি মোঃ রিয়াজ উদ্দিন খান।

১৩। বিচারপতি এস, এম, মনিরুজ্জামান।

১৪। বিচারপতি সরদার মোঃ রাশেদ জাহাঙ্গীর।

১৫। বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিন।

১৬। বিচারপতি মোঃ আখতারুজ্জামান।

১৭। বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেন।

১৮। বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার।

১৯। বিচারপতি এ, কে, এম, জহিরুল হক।

২০। বিচারপতি কাজী জিনাত হক।

২১। বিচারপতি মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরী।

২২। বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথ।

২৩। বিচারপতি মোঃ আলী রেজা।

২৪। বিচারপতি কে, এম, ইমরুল কায়েশ।

২৫। বিচারপতি মোঃ বশির উল্লাহ।

২৬। বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসাইন দোলন।

২৭। বিচারপতি এ, কে, এম, রবিউল হাসান।